দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ......

ঝালে ঝোলে অম্বলে ■ চিররঞ্জন সরকার

পাঠ্যপুস্তকে ভুল
অকারণ শোরগোল

আমাদের দেশের এক নন্দিত শিল্পী অনেক দরদ দিয়ে গেয়েছেন, 'ভুল সবই ভুল এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা, সে ভুল..।' ভুল না করলে মানুষ শেখে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ভুল করেন। কাজেই ভুল নিয়ে মাতামাতি করার কোনো মানে নেই। ভুল করার সুযোগ থাকা উচিত। তা না হলে জীবন যান্ত্রিক হয়ে যাবে। ভুল থেকেও অনেক ভালো কিছু হতে পারে

আমরা একসঙ্গে সবকিছু চাই। গাছেরটাও চাই। তলারটাও চাই। পারলে অন্য সবার ভাগেরটাও। এ বড় কঠিন ও জটিল চাওয়া। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, একসঙ্গে সবকিছু হয় না; সবকিছু মেলে না। বাড়ি হবে তো গাড়ি হবে না। গাড়ি হবে তো বাড়ি হবে না। বাড়ি-গাড়ি হবে তো সুখ হবে না। বাড়ি-গাড়ি-সুখ— সব হলে শান্তি হবে না, স্বস্তি হবে না। নিরাপত্তা হবে না। মোটের উপর কোনো একটা কিছুর ঘাটতি থেকেই যায়। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এবং মানিয়ে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা, পথ চলা!

তারপরও কিছু বেবুঝ লোক অস্থির হয়ে ওঠে। তুচ্ছ বিষয় নিয়েই মাঠ গরম করে ফেলে। ইদানীং যেমন হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের আফসোস ছিল, শিক্ষার্থীরা বই পায় না। দিন যায়, মাস যায়, কিন্তু দরিদ্র ঘরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে না। এতে তাদের পড়ালেখা শিকেয় ওঠে। আমাদের সদাশয় সরকার দরিদ্র ঘরের শিক্ষার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে,'পায়ের ঘাম মাথায়' তুলে পয়লা জানুয়ারি সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের কোটি কোটি শিক্ষার্থীর হাতে একযোগে বই তুলে দেওয়ার বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করার পরও আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। এখন সবাই শোরগোল তুলছে: বইয়ে এত ভুল কেন, কবিতায় বিকৃতি কেন, গল্পের ছাগল আমগাছে কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে ভাই, সবকিছু কি আর মনমতো হবে? তাই কি সম্ভব? আর সবকিছু যদি ঠিকঠাক মতো হয়, তাহলে আমার-আপনার কাজটা কী? আমাদেরও তো কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে?

পাঠ্যপুস্তকে ভুল আছে, থাকুক, আপনারা শুদ্ধ করে শেখান! এ ব্যাপারে তো আপনাদের কেউ নিষেধাজ্ঞা দেয়নি! তাহলে খামোকা কেন এমন চিল্লাচিল্লি করছেন? পঞ্চম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'য়ের 'নির্দেশনা'র উপশিরোনাম 'পড়া'য় উল্লেখ করা হয়েছে, 'পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো: শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া।' তো নির্দেশনা তো দেওয়াই আছে, নির্দেশনা মেনে চলুন। তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়!

কোনো কোনো পণ্ডিত বলছেন, পঞ্চম শেণির 'আমার বাংলা বই'-এর ২৭ পৃষ্ঠায় 'যান নি', ৪৬ পৃষ্ঠায় 'আসেন নি'কে বড় ধরনের ভুল বলে অভিহিত করছেন। তাদের মতে, প্রমিত বানান রীতি অনুযায়ী 'নি' আলাদা হবে না। প্রমিত বানান রীতি অনুযায়ী যাননি, আসেননি লিখতে হবে। এ আর তেমন কি? এইটুকুর জন্য কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ২ নম্বর পৃষ্ঠার এক অধ্যায়ের ২০ নম্বর লাইনে 'ঘোষণা' বানান লেখা হয়েছে 'ঘোষনা'। এই বানানটিও বড় ধরনের ভুল বলে অভিমত দিচ্ছেন কেউ কেউ। 'ঘোষণা' না হয় ভুলই হয়েছে, তাতে কি? আমাদের জীবনে ভুল কী হয় না, হতে পারে না? আমাদের দেশের এক নন্দিত শিল্পী অনেক দরদ দিয়ে গেয়েছেন, 'ভুল সবই ভুল এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা, সে ভুল..।' ভুল না করলে মানুষ শেখে না। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ভুল করেন। কাজেই ভুল নিয়ে মাতামাতি করার কোনো মানে নেই। ভুল করার সুযোগ থাকা উচিত। তা না হলে জীবন যান্ত্রিক হয়ে যাবে। ভুল থেকেও অনেক ভালো কিছু হতে পারে। কলম্বাসের কথাই ধরা যাক। তিনি ভুল করেছিলেন বলেই আমেরিকা আবিষ্কার হয়েছিল। কলম্বাস যাকে ভারতবর্ষ ভেবে ভুল করেছিলেন সেটা আসলে একটা অনাবিষ্কৃত নতুন মহাদেশ। কাজেই ভুল থেকেও অনেক কিছু ঘটে, ঘটতে পারে।

অষ্টম শ্রেণির 'আনন্দ পাঠ' বইটির ১১ পৃষ্ঠায় 'অ'-তে 'অজ' (ছাগল) লেখা হয়েছে। 'অ' চেনাতে 'ছাগলে আম খায়' লেখা হয়েছে। নিন্দুকরা বলছেন, ছাগল আম খায়, এ ধরনের ছবি (অলঙ্করণ) ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। 'ছাগল আম খায়', এমনটি সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু এটাও কি ঠিক? আমরা সারাজীবন শুনে এসেছি, 'ছাগলে কিনা খায়।' হ্যাঁ, ছাগল হয়তো ঘুষ খায় না, কিন্তু আম খায় না-তা কি হলফ করে বলা যায়? না খেলেও চাটে তো বটেই! 'আনন্দ পাঠ' বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তো আনন্দও দিতে হবে। তাছাড়া গল্পের ছাগল একটু না হয় গাছেই উঠল, ক্ষতি কি?

তৃতীয় শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'-এ কুসুমকুমারী দাশের লেখা 'আদর্শ ছেলে' পদ্যটি বিকৃত করা হয়েছে। মূলে আছে 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' অথচ বইয়ে ছাপা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে?' মূলে আছে 'মানুষ হইতে হবে, এই তার পণ' ছাপানো হয়েছে 'মানুষ হতেই হবে'। মূলে আছে 'হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান'। 'খাট' শব্দটিকে বিকৃত করে লেখা হয়েছে 'খাটো'। এতেই বা কি এমন যায় আসে? এটাকে বিকৃতি না বলে সৃজনশীলতা বলা যায় না?

প্রথম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'-এ বর্ণ পরিচিতি অংশের 'পাঠ ১২'-এ 'ও' বর্ণ চেনানোর উপকরণ হিসেবে 'ওড়না' ব্যবহার করা হয়েছে। 'শুনি ও বলি' পাঠ অংশে 'ও' বর্ণ চেনানোর জন্য ওড়না পরা কন্যাশিশুর ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে 'ওড়না চাই'। এতেই বা আপত্তির কি আছে? ওড়না তো আমাদের চাই-ই চাই। বড় বড় বিশাল বিশাল ওড়না। যে ওড়নায় আমরা আমাদের ব্যর্থতা-পাপ-পঙ্কিলতাকে ঢেকে রাখতে পারি। 'ওড়না' শব্দটির ব্যবহার শিশুদের মনে রোমান্টিক ভাব জাগানোর একটা চেষ্টাও হতে পারে। একবার ভাবুন আমাদের যৌবনে উন্মাতাল করা সেই গান, "হাওয়া মে উড়তা যায়ে, মেরা লাল দোপাট্টা...মল মল কা হো জি...হো জি।" যাদের একটুও মনে পড়ে অনেক অনেক আগের কথা তাদের জন্যে, দিনগুলো আবার ফিরে পাবার জন্য সেই ওড়না বা লাল দোপাট্টাকে স্মরণ করা-কী এমন দোষের?

'যা হয়েছে, তা খুব ভালো হয়েছে'-এটা ভেবে নিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। এর চেয়েও তো খারাপ হতে পারত! পারত না? এর চেয়ে খারাপ কিছু হলেই বা আমরা কী করতে পারতাম?

পরিশেষে একটি পুরনো গল্প। এখনকার মতোই তখনও কিছু ছেলেমেয়ের বাবা-মা তাদের বাচ্চার থেকেও বেশি দুশ্চিন্তায় দিন কাটাত। ফলের বাগান বাৎসরিক লিজ নিলে যেমন যে নেয় তার ঘুম ছুটে যায়। সবসময় মাথায় চিন্তা ঘোরে যে, একটা লিচু বা একটা আমও কী করে বেশি ফলন হয়। ঠিক তেমনি ছেলে বা মেয়েকে যদি একটা নম্বরও বেশি পাইয়ে দেওয়া যায়, এই জীবনের লক্ষ্য নিয়ে বিনিদ্র রাত কাটে বাবা-মায়ের। এমনি এক বাবা তার ছেলের জন্য ছেলের ক্লাসের বন্ধুর বাবাকে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা আপনার ছেলে এতো ভালো অঙ্কে। কি বই পড়াচ্ছেন?

আরে কর এণ্ড কর ফলো করুন।

এখানে পাবো?

সব জায়গায় পাবেন।

চিন্তিত বাবা পরেরদিন সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে কর এণ্ড কর বইয়ের দেখা পেলেন না। তার পরেরদিন আবার বাজারে দেখা।

ভাই আপনার বলা বইটা পেলাম না।

কোন্ বই বলুন তো?

কর এণ্ড কর এর অঙ্ক বইটা।

আরে ভাই আমি বই এর কথা বলিনি। বলেছি কর এণ্ড কর ফলো করুন। মানে প্রাক্টিস করুন আরো। কর এণ্ড কর। সত্যি বলতে কি, পাঠ্যপুস্তকে কি লেখা থাকছে, কারা সেগুলো পড়ছে, কারা পড়াচ্ছে, কীভাবে পড়াচ্ছে, কোন কালে কোথায় সত্যিকারের লেখাপড়া হয়েছে তা আমাদের বিচার করবার দরকারটাই বা কী? এমন তো নয় যে ওই লেখাপড়া আলোচিত হলে বেগুনের দাম কমে যাবে আর আমরা কাঁচামরিচ কুচি আর সর্ষের তেল মিশিয়ে বেগুন-পোড়া খাবো।

● লেখক : রম্য লেখক